গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্র/এ
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
ওয়েব সাইট : www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০৯১.২০.০০৭.১৮- ৫৮০ তারিখঃ ০৫/০৭/২০১৮ খ্রিঃ

বিষয় : প্যাটার্ণ বহির্ভূত শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে আপনার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলাধীন শেখ আমানুল্লা ডিগ্রী কলেজের কম্পিউটার অপারেশন বিষয়ের প্রভাষক জনাব মোঃ আলমগীর কবীর কর্তৃক বর্ণিত প্রতিষ্ঠানে প্যাটার্ণ বহির্ভূত শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসংগে একটি অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রাপ্ত অভিযোগের সারসংক্ষেপ অনুযায়ী-

১। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর জনবল কাঠামো/প্রবিধানমালা অনুযায়ী কোন সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানে ২টি ট্রেড খোলা হলে ২জন শিক্ষক নিয়োগ পাবেন। ১৯/০১/১৯৯৮ইং সালে বর্ণিত কলেজে ২টি ট্রেডের অনুমোদন হয়। ২৬/০৮/১৯৯৮ইং তারিখ জনাব এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান নামে ০১ জনকে বিধি বহির্ভূতভাবে নিয়োগ দেওয়া হয় যা ১৯৯৮ জনবল কাঠামো অনুযায়ী অবৈধ বলে অভিযোগকারী তার অভিযোগে তুলে ধরেন।

২। ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কম্পিউটার অপারেশন ট্রেডের ২জন শিক্ষকের জিও হয়। উক্ত জিও মোতাবেক প্রতিষ্ঠানটিতে ২জন প্রভাষক ২জন ডেমোনেস্টেটর ০১জন ল্যাব অ্যাসিস্টেন্ট ও ০১জন পিয়ন নিয়োগ পাবেন মর্মে উল্লেখ আছে দাবী করে অভিযোগকারী জানান উক্ত জিও থাকা সত্বেও ০১/০৯/১৯৯৮খ্রিঃ তারিখ প্রতিষ্ঠানে ০৫জন শিক্ষককে এমপিওভূক্ত করানো হয়।

৩। ২০০৬খ্রিঃ সালে প্রতিষ্ঠানে আরও একটি ট্রেড খোলে উক্ত ট্রেডে নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষকের বেতন ভাতা করানোর চেষ্টা করা হলে প্রতিষ্ঠানটিতে মহিলা কোটা পূরণ না থাকায় এবং ০৩জন শিক্ষক ও ০১ জন ডেমোনেস্ট্রেটর প্যাটার্ণ বহির্ভূত হিসেবে এমপিও ভূক্ত থাকায় তাকে এমপিও ভূক্ত করা হয়নি।

৪। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভূক্ত ইংরেজী বিষয়ের শিক্ষক ৩য় শ্রেণী মাস্টার্স ধারী হওয়া সত্বেও অর্থাৎ তার একাডেমীক যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তিনি নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে এমপিও ভূক্ত হন। ৩য় বিভাগে মাস্টার্সধারী প্যাটার্ণ বহির্ভূত শিক্ষক তৎকালীন অধ্যক্ষের যোগসাজেসে ০৮বছর পূর্তিতে সহকারী অধ্যাপক স্কেল ও পেয়ে যান। তাছাড়া মহিলা কোটা পূরণ না করে হিসাব বিজ্ঞান ট্রেডের শিক্ষক এমপিওভূক্ত হন। অভিযোগকারী মাননীয় হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন। উক্ত রিট পিটিশনের আলোকে মহামান্য হাইকোর্ট তাকে (অভিযোগকারীকে) সহকারী অধ্যাপক স্কেল দিতে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করেন মর্মে তিনি তার অভিযোগ পত্রে উল্লেখ করেন।

৫। বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের ইংরেজী বিষয়ের সহকারী অধ্যাপক জনাব এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান বিভিন্ন ভাবে তাকে (অভিযোগকারীকে) বিভিন্ন হুমকি-ধামকি প্রদান করেন এবং তার উপর ব্যবস্থা নেয়া হবে মর্মে অভিযোগে তুলে ধরেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিসে ভাইস প্রিন্সিপাল ও এ.এইচ.এম কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলে ২০০৮ সালে গঠিত শক্তিশালী তদন্ত কমিটি জনাব এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান এর পদোন্নতির বিষয়টি যথাযথ হয়নি মর্মে তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করেন বলে অভিযোগকারী তার অভিযোগে তুলে ধরেন। সর্বপরি কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর শতভাগ স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করায় অভিযোগকারী প্রতিষ্ঠানে বর্ণিত সমস্যার সুষ্ঠু বিচার ও তদন্ত আশা করেন।

এমতাবস্থায় অভিযোগকারী কর্তৃক আনীত বর্ণিত অভিযোগ গুলোর সুষ্ঠু তদন্ত পূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন অত্র দপ্তরে আগামী ১০(দশ) কর্মদিবসের মধ্যে প্রেরণের জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক।

স্বাক্ষরিত/-
(ড. মোঃ নুরুল ইসলাম)
পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

জেলা শিক্ষা অফিসার
সাতক্ষীরা

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০৯১.২০.০০৭.১৮-৫৮০(৭) তারিখঃ ০৫/০৭/২০১৮ খ্রিঃ

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১। জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা।
২। উপ-সচিব (কারিগরি-১/২), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। সভাপতি, শেখ আমানুল্লা ডিগ্রী কলেজ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।
৪। অধ্যক্ষ, শেখ আমানুল্লা ডিগ্রী কলেজ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।
৫। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হল)।
৬। পিএ.টু মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৭। সংরক্ষণ নথি।

(মোঃ জহরুল ইসলাম)
সহকারী পরিচালক (এমপিও)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।